দ্বাদশ অধ্যায়

অঘাসুর বধ

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর বধলীলা বর্ণিত হয়েছে।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ বনের মধ্যে বনভোজন করতে চেয়েছিলেন, এবং তাই খুব সকালে তিনি অন্যান্য গোপবালক ও তাঁদের নিজ নিজ গোবৎসগণ সহ গৃহ থেকে বেরিয়েছিলেন। তাঁরা যখন বনভোজন উপভোগ করছিলেন, তখন পূতনা এবং বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘাসুর সমস্ত বালক সহ কৃষ্ণকে বধ করার বাসনায় সেখানে এসেছিল। কংস কর্তৃক প্রেরিত সেই অসুরটি এক যোজন (আট মাইল) বিস্তৃত বিশাল পর্বতের মতো উচ্চ এক অজগরের দেহ ধারণ করেছিল। তার বিশাল মুখটি যেন মনে হচ্ছিল পৃথিবী থেকে স্বর্গলোক পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রূপ ধারণ করে অঘাসুর পথের মধ্যে শয়ন করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের সাথী গোপবালকেরা মনে করেছিলেন যে, অসুরটির সেই রূপ বৃন্দাবনের একটি রমণীয় স্থান। তাই তাঁরা সেই বিশাল অজগরের মুখে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। সেই অজগরের বিশাল রূপটি তাঁদের খেলার আনন্দের একটি বিষয় হয়েছিল, এবং তাঁরা হাস্য-পরিহাস করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, সেই রূপটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হলেও কৃষ্ণ তাঁদের রক্ষা করবেন। এইভাবে তাঁরা সেই বিশাল অজগরের মুখের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুর সম্বন্ধে সব কিছুই অবগত ছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁর সখাদের অসুরের মুখে প্রবেশ করা থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই সমস্ত গোপবালকেরা তাঁদের গোবৎসগণ সহ সেই বিশাল সর্পের মুখে প্রবেশ করেছিলেন। কৃষ্ণ বাইরে ছিলেন এবং অঘাসুর কৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। সে স্থির করেছিল যে, কৃষ্ণ তার মুখে প্রবেশ করা মাত্রই সে তার মুখ বন্ধ করবে এবং তার ফলে তাঁদের সকলের মৃত্যু হবে। এইভাবে কৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা করে সে বালকদের গলাধঃকরণ করেনি। ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ভাবছিলেন কিভাবে তিনি বালকদের উদ্ধার করবেন এবং অঘাসুরকে বধ করবেন। তাই তিনি তখন সেই বিশাল অসুরের মুখে প্রবেশ করে তাঁর এবং তাঁর সখাদের শরীর

এমনভাবে বর্ধন করতে লাগলেন যে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সেই অসুরটির মৃত্যু হয়। তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের প্রতি অমৃতময় দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাঁদের পুনর্জীবিত করেছিলেন এবং পরম আনন্দে অক্ষত অবস্থায় তাঁদের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত দেবতাদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন, এবং তাঁরা তাঁদের হর্ষ ও আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। অসাধু, কপট ব্যক্তিদের পক্ষে সাযুজ্য-মুক্তি বা ভগবানের জ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া কখনই সম্ভব নয়, কিন্তু ভগবান যেহেতু অঘাসুরের দেহে প্রবেশ করেছিলেন, তাই তাঁর স্পর্শের দ্বারা সেই অসুরটি ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ যখন এই লীলাবিলাস করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। তার এক বছর পর তাঁর বয়স যখন ছয় বছর হয়, এবং তিনি পৌগণ্ড অবস্থায় প্রবেশ করেন, তখন এই লীলাটি ব্রজবাসীদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল। পরীক্ষিৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এই লীলাটি কেন এক বছর পর প্রকাশ করা হয় এবং তা সত্ত্বেও ব্রজবাসীরা কেন মনে করেছিলেন যে, সেই ঘটনাটি যেন সেই দিনই ঘটেছিল?" এই প্রশ্নটির মাধ্যমে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হয়।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ক্বচিদ্ বনাশায় মনো দধদ্ ব্রজাৎ
প্রাতঃ সমুত্থায় বয়স্যবৎসপান্ ।
প্রবোধয়ঞ্ছৃঙ্গরবেণ চারুণা
বিনির্গতো বৎসপুরঃসরো হরিঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ক্বচিৎ**—একদিন; **বন-আশায়**—বনভোজন করার জন্য; **মনঃ**—মন; **দধৎ**—মনোনিবেশ করেছিলেন; **ব্রজাৎ**—ব্রজভূমি থেকে গিয়েছিলেন; **প্রাতঃ**—প্রাতঃকালে; **সমুত্থায়**—ঘুম থেকে জেগে উঠে; **বয়স্য-বৎস-পান্**—গোপবালক এবং গোবৎসগণ; **প্রবোধয়ন্**—সকলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তাঁদের সেই কথা বলেছিলেন; **শৃঙ্গ-রবেণ**—শৃঙ্গধ্বনির দ্বারা; **চারুণা**—অত্যন্ত সুন্দর; **বিনির্গতঃ**—ব্রজভূমি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন; **বৎস-পুরঃসরঃ**—গোবৎসদের পুরোভাগে রেখে; **হরিঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, একদিন শ্রীকৃষ্ণ বনে প্রাতঃভোজন করার মনস্থ করেছিলেন। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি তাঁর শৃঙ্গধ্বনির দ্বারা সমস্ত গোপবালক এবং গোবৎসদের নিদ্রাভঙ্গ করেছিলেন। তারপর কৃষ্ণ এবং গোপবালকেরা তাঁদের বৎসদের সামনে নিয়ে ব্রজভূমি থেকে বনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।

শ্লোক ২

তেনৈব সাকং পৃথুকাঃ সহস্রশঃ
স্নিগ্ধাঃ সুশিগ্বেত্রবিষাণবেণবঃ ।
স্বান্ স্বান্ সহস্রোপরিসংখ্যয়ান্বিতান্
বৎসান্ পুরস্কৃত্য বিনির্যযুর্মুদা ॥ ২ ॥

তেন—তাঁকে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **সাকম্**—সহ; **পৃথুকাঃ**—বালকেরা; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার; **স্নিগ্ধাঃ**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়; **সু**—সুন্দর; **শিক্**—খাবারের ঝোলা; **বেত্র**—গোবৎসদের নিয়ন্ত্রণ করার যষ্টি; **বিষাণ**—শিঙা; **বেণবঃ**—বাঁশি; **স্বান্ স্বান্**—তাঁদের নিজের নিজের; **সহস্র-উপরি-সংখ্যয়া অন্বিতান্**—সহস্রাধিক; **বৎসান্**—গোবৎস; **পুরঃ-কৃত্য**—সামনে রেখে; **বিনির্যযুঃ**—তাঁরা বহির্গত হয়েছিলেন; **মুদা**—আনন্দ সহকারে।

অনুবাদ

তখন শত-সহস্র গোপবালকেরা তাঁদের শত-সহস্র গোবৎসদের সামনে নিয়ে ব্রজভূমিতে তাঁদের গৃহ থেকে মহানন্দে বেরিয়ে এসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। সেই বালকেরা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর, এবং তাঁরা সকলেই খাবারের ঝোলা, শিঙা, বেণু এবং গোবৎস তাড়নের যষ্টি ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩

কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈর্যূথীকৃত্য স্ববৎসকান্ ।
চারয়ন্তোঽর্ভলীলাভির্বিজহ্রুস্তত্র তত্র হ ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **বৎসৈঃ**—গোবৎসগণ সহ; **অসংখ্যাতৈঃ**—অসংখ্য; **যূথী-কৃত্য**—তাঁদের একত্র করে; **স্ব-বৎসকান্**—তাঁর নিজের বৎসদের; **চারয়ন্তঃ**—চারণ

করে; **অর্ভ-লীলাভিঃ**—বাল্যলীলার দ্বারা; **বিজহ্রুঃ**—উপভোগ করেছিলেন; **তত্র তত্র**—ইতস্তত; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক এবং তাঁদের গোবৎসগণ সহ বেরিয়ে এসেছিলেন এবং তখন অসংখ্য গোবৎস একত্রিত হয়েছিল। তারপর সমস্ত গোপবালকেরা আনন্দে মত্ত হয়ে সেই বনে খেলা করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ* শব্দগুচ্ছটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *অসংখ্যাত* শব্দটির অর্থ 'অসংখ্য'। শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস অসংখ্য। আমরা একশ, এক হাজার, দশ হাজার, এক লক্ষ, এক কোটি, অর্বুদ ইত্যাদি কথা বলতে পারি, কিন্তু এইভাবে এগোতে এগোতে এমন একটা সময় আসে, যখন আর সংখ্যার দ্বারা তা গণনা করা যায় না। তাকে বলা হয় অসংখ্য। এখানে *অসংখ্যাতৈঃ* শব্দটির দ্বারা সেই অসংখ্যের ইঙ্গিত করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত, তাঁর শক্তি অনন্ত, তাঁর গাভী এবং গোবৎস অনন্ত এবং তাঁর ধাম অনন্ত। তাই *ভগবদ্গীতায়* তাঁকে পরব্রহ্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ব্রহ্ম* শব্দটির অর্থ 'অসীম', এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরব্রহ্ম। তাই, এই শ্লোকের এই উক্তিটি কাল্পনিক বলে মনে করা উচিত নয়। তা বাস্তব সত্য, কিন্তু তা অচিন্ত্য। শ্রীকৃষ্ণ অসীম স্থানে অনন্ত গোবৎসদের রাখতে পারেন। এটি কাল্পনিক বা মিথ্যা নয়, কিন্তু আমরা যদি আমাদের সীমিত জ্ঞানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বিচার করতে চাই, তা হলে সেই শক্তি হৃদয়ঙ্গম করা কখনই সম্ভব হবে না। *অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ* (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/১০৯)। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি অনুমান করতে পারে না, কিভাবে কৃষ্ণ অসীম স্থানে অসংখ্য গোবৎসদের পালন করতে পারেন। কিন্তু তার উত্তর *বৃহদ্ভাগবতামৃতে* দেওয়া হয়েছে—

এবং প্রভোঃ প্রিয়ানাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্য চ ।
অবিচিন্ত্যপ্রভাবত্বাদত্র কিঞ্চিন্ন দুর্ঘটম্ ॥

শ্রীল সনাতন গোস্বামী *বৃহদ্ভাগবতামৃতে* উল্লেখ করেছেন যে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের সব কিছুই অনন্ত, তাই তাঁর পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই শ্লোকটি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

শ্লোক ৪

ফলপ্রবালস্তবকসুমনঃপিচ্ছধাতুভিঃ ।
কাচগুঞ্জামণিস্বর্ণভূষিতা অপ্যভূষয়ন্ ॥ ৪ ॥

ফল—বনের ফল; **প্রবাল**—সবুজ পাতা; **স্তবক**—গুচ্ছ; **সুমনঃ**—সুন্দর ফুল; **পিচ্ছ**—ময়ূরপুচ্ছ; **ধাতুভিঃ**—অতি কোমল এবং রঙিন ধাতু; **কাচ**—এক প্রকার মণি; **গুঞ্জা**—ছোট ছোট শঙ্খ; **মণি**—মুক্তা; **স্বর্ণ**—সোনা; **ভূষিতাঃ**—অলঙ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও; **অপি অভূষয়ন্**—যদিও তাঁদের মায়েরা তাঁদের সাজিয়ে দিয়েছিলেন, তবুও তাঁরা উপরোক্ত বস্তুগুলির দ্বারা নিজেদের সাজিয়েছিলেন।

অনুবাদ

যদিও সেই সমস্ত বালকদের মায়েরা তাঁদের কাচ, গুঞ্জা, মুক্তা এবং স্বর্ণ অলঙ্কারের দ্বারা সাজিয়ে দিয়েছিলেন, তবুও তাঁরা যখন বনে গিয়েছিলেন, তখন তাঁরা ফল, সবুজ পাতা, ফুলের স্তবক, ময়ূরপুচ্ছ এবং কোমল রঙিন ধাতুর দ্বারা নিজেদের আরও অলঙ্কৃত করেছিলেন।

শ্লোক ৫

মুষ্ণন্তোঽন্যোন্যশিক্যাদীন্ জ্ঞাতানারাচ্চ চিক্ষিপুঃ ।
তত্রত্যাশ্চ পুনর্দূরাদ্ধসন্তশ্চ পুনর্দদুঃ ॥ ৫ ॥

মুষ্ণন্তঃ—চুরি করে; **অন্যোন্য**—পরস্পরের; **শিক্য-আদীন্**—খাবার ঝোলা এবং অন্যান্য বস্তু; **জ্ঞাতান্**—সেই বস্তুর মালিক যখন তা বুঝতে পারতেন; **আরাৎ চ**—দূরবর্তী স্থানে; **চিক্ষিপুঃ**—ছুঁড়ে দিতেন; **তত্রত্যাঃ চ**—যাঁরা সেই স্থানে ছিলেন তাঁরাও; **পুনঃ দূরাৎ**—আরও দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন; **হসন্তঃ চ পুনঃ দদুঃ**—তাঁরা তার মালিককে দেখে তা আরও দূরে ছুঁড়ে ফেলতেন এবং তার মালিক যখন ক্রন্দন করতে শুরু করতেন, তখন তাঁরা হাসতে হাসতে সেই ঝোলাটি তাঁর কাছে আবার ফিরিয়ে দিতেন।

অনুবাদ

গোপবালকেরা পরস্পরের খাবারের ঝোলা চুরি করতেন। কোন বালক যখন বুঝতে পারতেন যে, তাঁর ঝোলাটি কেউ চুরি করে নিয়েছে, তখন অন্য বালকেরা

সেটি দূরে ছুঁড়ে দিতেন, এবং সেখানে যে সমস্ত বালকেরা ছিল, তাঁরা তা নিয়ে আরও দূরে ছুঁড়ে দিতেন। যাঁর ঝোলা তিনি যখন কাঁদতেন, তখন অন্য বালকেরা হাসতে হাসতে তাঁকে তা ফিরিয়ে দিতেন।

তাৎপর্য

এই প্রকার খেলা এবং চুরি করা এই জড় জগতেও বালকদের মধ্যে দেখা যায়, কারণ এই প্রকার খেলার আনন্দ চিৎ-জগতে রয়েছে। সেখান থেকেই এই আনন্দের ভাবনাটি এসেছে। *জন্মাদ্যস্য যতঃ* (*বেদান্তসূত্র* ১/১/২)। এই আনন্দ চিৎ-জগতে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর সঙ্গীরা প্রদর্শন করেন, কিন্তু সেখানকার আনন্দ নিত্য, আর এই জড় জগতে তা অনিত্য; সেখানকার আনন্দ ব্রহ্ম, কিন্তু এখানকার আনন্দ জড়। কিভাবে জড় থেকে ব্রহ্মে স্থানান্তরিত হওয়া যায়, সেই শিক্ষাদান করার জন্যই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন, কারণ এটিই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা* (*বেদান্তসূত্র* ১/১/১)। আমরা কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে চিৎ-জগতে আনন্দ উপভোগ করতে পারি, সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তিনি এখানে অবতরণ করেন। তিনি কেবল এখানে আসেন, তাই নয়, তিনি স্বয়ং বৃন্দাবনে তাঁর লীলাবিলাস করে চিন্ময় আনন্দের প্রতি সকলকে আকর্ষণ করেন।

শ্লোক ৬

যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্ ।
অহং পূর্বমহং পূর্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে ॥ ৬ ॥

যদি—যদি; **দূরম্**—দূরে; **গতঃ**—চলে যেতেন; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান; **বন-শোভা**—বনের সৌন্দর্য; **ঈক্ষণায়**—দর্শন করার জন্য; **তম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **অহম্**—আমি; **পূর্বম্**—প্রথমে; **অহম্**—আমি; **পূর্বম্**—প্রথমে; **ইতি**—এইভাবে; **সংস্পৃশ্য**—তাঁকে স্পর্শ করে; **রেমিরে**—তাঁরা আনন্দ লাভ করতেন।

অনুবাদ

কৃষ্ণ যদি কখনও বনের শোভা দর্শন করার জন্য দূরে চলে যেতেন, তখন বালকেরা "আমি ছুটে গিয়ে প্রথমে কৃষ্ণকে স্পর্শ করব! আমি কৃষ্ণকে প্রথমে স্পর্শ করব!" বলে ছুটে গিয়ে কৃষ্ণকে স্পর্শ করে আনন্দ লাভ করতেন।

শ্লোক ৭-১১

কেচিদ্ বেণূন্ বাদয়ন্তো ধ্মান্তঃ শৃঙ্গাণি কেচন ।
কেচিদ্ ভৃঙ্গৈঃ প্রগায়ন্তঃ কূজন্তঃ কোকিলৈঃ পরে ॥ ৭ ॥
বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবন্তো গচ্ছন্তঃ সাধু হংসকৈঃ ।
বকৈরুপবিশন্তশ্চ নৃত্যন্তশ্চ কলাপিভিঃ ॥ ৮ ॥
বিকর্ষন্তঃ কীশবালানারোহন্তশ্চ তৈর্দ্রুমান্ ।
বিকুর্বন্তশ্চ তৈঃ সাকং প্লবন্তশ্চ পলাশিষু ॥ ৯ ॥
সাকং ভেকৈর্বিলঙ্ঘন্তঃ সরিতঃ স্রবসম্প্লুতাঃ ।
বিহসন্তঃ প্রতিচ্ছায়াঃ শপন্তশ্চ প্রতিস্বনান্ ॥ ১০ ॥
ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন ।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ১১ ॥

কেচিৎ—তাঁদের মধ্যে কেউ; **বেণূন্**—বংশী; **বাদয়ন্তঃ**—বাজিয়ে; **ধ্মান্তঃ**—বাজিয়ে; **শৃঙ্গাণি**—শিঙা; **কেচন**—অন্য কেউ; **কেচিৎ**—কেউ; **ভৃঙ্গৈঃ**—ভ্রমরদের সঙ্গে; **প্রগায়ন্তঃ**—গান করে; **কূজন্তঃ**—কূজন অনুকরণ করে; **কোকিলৈঃ**—কোকিলদের সঙ্গে; **পরে**—অন্যরা; **বিচ্ছায়াভিঃ**—উড়ন্ত পাখির ছায়ার সঙ্গে; **প্রধাবন্তঃ**—ধাবিত হয়ে; **গচ্ছন্তঃ**—সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে; **সাধু**—সুন্দর; **হংসকৈঃ**—হংসের সঙ্গে; **বকৈঃ**—এক স্থানে উপবিষ্ট বকের সঙ্গে; **উপবিশন্তঃ চ**—তাদের মতো নীরবে বসে থেকে; **নৃত্যন্তঃ চ**—এবং নৃত্য করে; **কলাপিভিঃ**—ময়ূরদের সঙ্গে; **বিকর্ষন্তঃ**—আকর্ষণ করে; **কীশ-বালান্**—বানর-শিশুদের; **আরোহন্তঃ চ**—আরোহণ করে; **তৈঃ**—বানরদের সঙ্গে; **দ্রুমান্**—বৃক্ষে; **বিকুর্বন্তঃ চ**—তাদের অনুকরণ করেছিলেন; **তৈঃ**—বানরদের সঙ্গে; **সাকম্**—সহ; **প্লবন্তঃ চ**—লাফ দিয়ে; **পলাশিষু**—বৃক্ষে; **সাকম্**—সঙ্গে; **ভেকৈঃ**—ব্যাঙের সঙ্গে; **বিলঙ্ঘন্তঃ**—তাদের মতো লাফ দিয়ে; **সরিতঃ**—জলে; **স্রব-সম্প্লুতাঃ**—নদীর জলে সিক্ত হয়েছিলেন; **বিহসন্তঃ**—উপহাস করে; **প্রতিচ্ছায়াঃ**—প্রতিবিম্বের প্রতি; **শপন্তঃ চ**—ভর্ৎসনা করে; **প্রতিস্বনান্**—প্রতিধ্বনির প্রতি; **ইত্থম্**—এইভাবে; **সতাম্**—সাধুদের; **ব্রহ্ম-সুখ-অনুভূত্যা**—ব্রহ্মসুখের উৎস শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে (শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম, এবং ব্রহ্মজ্যোতি তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা);

দাস্যম্—দাস্যভাব; **গতানাম্**—যে ভক্তরা স্বীকার করেছেন; **পর-দৈবতেন**—ভগবানের সঙ্গে; **মায়া-আশ্রিতানাম্**—যারা মায়ার বশীভূত; **নর-দারকেণ**—যিনি একজন সাধারণ বালকের মতো; **সাকম্**—তাঁর সঙ্গে; **বিজহ্রুঃ**—আনন্দ উপভোগ করেছিলেন; **কৃত-পুণ্য-পুঞ্জাঃ**—এই সমস্ত বালকেরা, যাঁরা জন্ম-জন্মান্তরে পুঞ্জীভূত পুণ্যকর্ম সঞ্চয় করেছিলেন।

অনুবাদ

এই সমস্ত বালকেরা বিভিন্নভাবে খেলা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ বাঁশি বাজাতেন, কেউ শিঙাধ্বনি করতেন, কেউ ভ্রমরের গুঞ্জনের অনুকরণ করতেন, অন্য কেউ কোকিলের কূজনের অনুকরণ করতেন। কেউ মাটিতে উড়ন্ত পাখির ছায়ার পিছনে ধাবিত হয়ে পাখির ওড়ার অনুকরণ করতেন, কেউ হংসের মনোহর গতির অনুকরণ করতেন। কেউ বকের অনুকরণে তাদের সঙ্গে চুপচাপ বসে থাকতেন, এবং অন্য কেউ ময়ূরের নৃত্যের অনুকরণ করতেন। কোন কোন বালক বৃক্ষস্থ বানর-শিশুদের আকর্ষণ করতেন, কেউ-বা তাদের সঙ্গে বৃক্ষে আরোহণ করে মুখভঙ্গি করতেন এবং অন্য কেউ এক শাখা থেকে অন্য শাখায় লাফ দিতেন। কোন বালক ঝরনায় গিয়ে ব্যাঙের সঙ্গে লাফ দিয়ে জলপ্রবাহ লঙ্ঘন করতেন, এবং জলে তাঁদের প্রতিবিম্বের প্রতি উপহাস করতেন। তাঁরা তাঁদের প্রতিধ্বনির প্রতি ভর্ৎসনাও করতেন। এইভাবে সমস্ত গোপবালকেরা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীদের কাছে ব্রহ্মানন্দের উৎসস্বরূপ দাস্যভাবাপন্ন ভক্তদের পরম প্রভু এবং মায়াশ্রিত ব্যক্তিদের কাছে এক সাধারণ নরশিশুরূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করতেন। সেই সমস্ত গোপবালকেরা তাঁদের জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত পুণ্যকর্মের ফলে এইভাবে ভগবানের সঙ্গলাভ করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তাঁদের সৌভাগ্য কে বিশ্লেষণ করতে পারে?

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী উপদেশ দিয়েছেন—*তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ* (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/৪)। কৃষ্ণকে একজন সাধারণ নরশিশু বলে মনে করে, ব্রহ্মজ্যোতির উৎসরূপে মনে করে, পরমাত্মার উৎসরূপে মনে করে অথবা ভগবান বলে মনে করে, যেভাবেই হোক না কেন, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে মনকে পূর্ণরূপে একাগ্রীভূত করা উচিত। সেটি *ভগবদ্গীতারও* (১৮/৬৬) নির্দেশ—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের কাছে

পৌঁছবার সরলতম উপায় হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবত*। *ঈশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/১/২)। মানুষ যদি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে তার মনকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অল্প একটুও কেন্দ্রীভূত করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। সেটিই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য। *লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৭/৬)। সাফল্যের রহস্য সাধারণ মানুষের অজ্ঞাত, এবং তাই শ্রীল ব্যাসদেব জড় জগতের, বিশেষ করে এই কলিযুগের দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জীবদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রদান করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১২/১৩/১৮)। যে সমস্ত বৈষ্ণবেরা কিয়ৎ পরিমাণে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছেন, অথবা যাঁরা পূর্ণরূপে ভগবানের মহিমা এবং শক্তি সম্বন্ধে অবগত, তাঁদের কাছে *শ্রীমদ্ভাগবত* পরম প্রিয় বৈদিক শাস্ত্র। চরমে আমাদের এই শরীর পরিবর্তন করতে হবে (*তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ*)। আমরা যদি *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রতি আগ্রহশীল না হই, তা হলে পরবর্তী জন্মে যে কি প্রকার শরীর লাভ হবে, তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু কেউ যদি এই দুটি গ্রন্থ—*ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* অবলম্বন করে জীবন যাপন করেন, তা হলে পরবর্তী জীবনে তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করবেন, তা সুনিশ্চিত (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*)। তাই ধর্মজ্ঞ, দার্শনিক, অধ্যাত্মবাদী এবং যোগীদের পক্ষে (*যোগিনামপি সর্বেষাম্*), এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে সারা পৃথিবী জুড়ে *শ্রীমদ্ভাগবত* বিতরণ এক মহান কল্যাণকর কার্য। *জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/১/৬)—আমরা যদি জীবনের অন্তিম সময় কোন না কোনভাবে শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণকে স্মরণ করতে পারি, তা হলে আমাদের জীবন সার্থক হবে।

শ্লোক ১২

যৎপাদপাংসুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো
ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ ।
স এব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ
কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমতো ব্রজৌকসাম্ ॥ ১২ ॥

যৎ—যাঁর; **পাদ-পাংসুঃ**—শ্রীপাদপদ্মের রেণু; **বহু-জন্ম**—বহু জন্মে; **কৃচ্ছ্রতঃ**—যোগ, ধ্যান, ইত্যাদি অনুশীলনের জন্য কঠোর তপস্যা করে; **ধৃত-আত্মভিঃ**—যারা তাঁদের

মন সংযত করতে সক্ষম; **যোগিভিঃ**—(জ্ঞানযোগী, রাজযোগী, ধ্যানযোগী ইত্যাদি) যোগীদের দ্বারা; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **অলভ্যঃ**—লাভ করতে পারে না; **সঃ**—ভগবান; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **যৎ-দৃক্-বিষয়ঃ**—সাক্ষাৎ দর্শনের বিষয় হয়েছেন; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **স্থিতঃ**—তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত; **কিম্**—কি; **বর্ণ্যতে**—বর্ণনা করা যেতে পারে; **দিষ্টম্**—সৌভাগ্য সম্বন্ধে; **অতঃ**—অতএব; **ব্রজ-ওকসাম্**—ব্রজবাসীদের।

অনুবাদ

যোগীরা বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি অনুশীলনের দ্বারা কঠোর তপস্যা করে, তাঁদের চিত্ত স্থির করা সত্ত্বেও যে ভগবানের চরণরেণু লাভ করতে পারেন না, তিনি স্বয়ং ব্রজবাসীদের নেত্রগোচর হয়ে তাঁদের সঙ্গে অবস্থান করছেন। সেই ব্রজবাসীদের মহাসৌভাগ্যের কথা কে বর্ণনা করতে পারে?

তাৎপর্য

আমরা বৃন্দাবনবাসীদের পরম সৌভাগ্য কেবল অনুমান করতে পারি। কিভাবে বহু জন্ম-জন্মান্তরে পুণ্যকর্মের ফলে তাঁরা এই সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তা বর্ণনা করা অসম্ভব।

শ্লোক ১৩

অথাঘনামাভ্যপতন্মহাসুর-
স্তেষাং সুখক্রীড়নবীক্ষণাক্ষমঃ ।
নিত্যং যদন্তর্নিজজীবিতেপ্সুভিঃ
পীতামৃতৈরপ্যমরৈঃ প্রতীক্ষ্যতে ॥ ১৩ ॥

অথ—তারপর; **অঘ-নাম**—অঘ নামক এক অত্যন্ত শক্তিশালী অসুর; **অভ্যপতৎ**—সেই স্থানে আবির্ভূত হয়েছিল; **মহা-অসুরঃ**—এক অত্যন্ত শক্তিশালী অসুর; **তেষাম্**—গোপবালকদের; **সুখ-ক্রীড়ন**—দিব্যলীলার আনন্দ; **বীক্ষণ-অক্ষমঃ**—গোপবালকদের চিন্ময় আনন্দ সহ্য করতে না পারার ফলে দেখতে অক্ষম হয়ে; **নিত্যম্**—নিরন্তর; **যৎ-অন্তঃ**—অঘাসুরের জীবনান্ত; **নিজ-জীবিত-ঈপ্সুভিঃ**—অঘাসুরের দ্বারা উপদ্রুত না হয়ে জীবন যাপন করার জন্য; **পীত-অমৃতৈঃ অপি**—যদিও তারা প্রতিদিন অমৃত পান করতেন; **অমরৈঃ**—এই প্রকার দেবতাদের দ্বারা; **প্রতীক্ষ্যতে**—প্রতীক্ষা করছিলেন (দেবতারা অঘাসুরের মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন)।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারপর সেখানে অঘাসুর নামক এক মহাদৈত্য আবির্ভূত হয়েছিল, দেবতারা যার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। দেবতারা প্রতিদিন অমৃত পান করেন, কিন্তু তাঁরাও সেই মহা অসুরের ভয়ে ভীত হয়ে তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। বনে গোপবালকেরা যে দিব্য আনন্দ উপভোগ করছিলেন সেই অসুরটি তা সহ্য করতে পারেনি।

তাৎপর্য

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, কৃষ্ণের লীলায় অসুরেরা বিঘ্ন সৃষ্টি করে কি করে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সেই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, গোপবালকদের চিন্ময় আনন্দের অনুভূতি যদিও অপ্রতিহত, তবুও তাঁদের সেই আনন্দ যদি প্রতিহত না হয়, তা হলে তাঁরা তাঁদের খাবার খেতে পারতেন না। তাই যোগমায়ার আয়োজনে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় অঘাসুর আবির্ভূত হয়েছিল, যাতে তাঁরা ক্ষণকালের জন্য তাঁদের কার্যকলাপ বন্ধ রেখে মধ্যাহ্ন ভোজন করতে পারেন। বৈচিত্র্যই আনন্দের উৎস। গোপবালকেরা নিরন্তর খেলা করতেন, তারপর খেলা বন্ধ করে অন্য আর এক প্রকার আনন্দে মগ্ন হতেন। তাই প্রতিদিন একটি অসুর এসে তাঁদের লীলাখেলায় বাধা প্রদান করত। তারপর অসুরটিকে বধ করা হত এবং তারপর বালকেরা আবার তাঁদের চিন্ময় লীলাবিলাসে মগ্ন হতেন।

শ্লোক ১৪

দৃষ্ট্বার্ভকান্ কৃষ্ণমুখানঘাসুরঃ
কংসানুশিষ্টঃ স বকীবকানুজঃ ।
অয়ং মে সোদরনাশকৃত্তয়ো-
র্দ্বয়োর্মমৈনং সবলং হনিষ্যে ॥ ১৪ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **অর্ভকান্**—সমস্ত গোপবালকদের; **কৃষ্ণ-মুখান্**—কৃষ্ণ প্রমুখ; **অঘাসুরঃ**—অঘ নামক অসুর; **কংস-অনুশিষ্টঃ**—কংসের দ্বারা প্রেরিত; **সঃ**—সে (অঘাসুর); **বকী-বক-অনুজঃ**—পূতনা এবং বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; **অয়ম্**—এই কৃষ্ণ; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **মে**—আমার; **সোদর-নাশ-কৃৎ**—আমার ভ্রাতা এবং ভগ্নীর হত্যাকারী; **তয়োঃ**—আমার ভ্রাতা এবং ভগ্নীর জন্য; **দ্বয়োঃ**—সেই দুজনের; **মম**—

আমার; **এনম্**—কৃষ্ণ; **স-বলম্**—তার সহকারী গোপবালকগণ সহ; **হনিষ্যে**—আমি হত্যা করব।

অনুবাদ

কংস কর্তৃক প্রেরিত অঘাসুর ছিল পূতনা এবং বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাই সে কৃষ্ণ প্রমুখ গোপবালকদের দর্শন করে চিন্তা করেছিল, "এই কৃষ্ণ আমার ভগ্নী এবং ভ্রাতা, পূতনা ও বকাসুরকে বধ করেছে। তাই তাদের উভয়ের তৃপ্তি সাধনের জন্য, আমি এই কৃষ্ণকে তার অনুচর অন্যান্য গোপবালকগণ সহ হত্যা করব।"

শ্লোক ১৫

এতে যদা মৎসুহৃদোস্তিলাপঃ
কৃতাস্তদা নষ্টসমা ব্রজৌকসঃ ।
প্রাণে গতে বর্ষ্মসু কা নু চিন্তা
প্রজাসবঃ প্রাণভৃতো হি যে তে ॥ ১৫ ॥

এতে—এই কৃষ্ণ এবং তাঁর অনুচর গোপবালকগণ; **যদা**—যখন; **মৎ-সুহৃদোঃ**—আমার ভ্রাতা এবং ভগ্নীর; **তিল-আপঃ কৃতাঃ**—তিল এবং জল নিবেদন করার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; **তদা**—তখন; **নষ্ট-সমাঃ**—প্রাণবিহীন; **ব্রজ-ওকসঃ**—সমস্ত ব্রজবাসীগণ; **প্রাণে**—প্রাণ; **গতে**—দেহ থেকে নির্গত হওয়ার পর; **বর্ষ্মসু**—শরীর সম্পর্কে; **কা**—কি; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **চিন্তা**—বিচার; **প্রজা-অসবঃ**—যাদের সন্তানেরা তাদের প্রাণের তুল্য প্রিয়; **প্রাণ-ভৃতঃ**—সেই সমস্ত প্রাণী; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **যে তে**—সমস্ত ব্রজবাসীরা।

অনুবাদ

অঘাসুর চিন্তা করেছিল—আমি যদি কৃষ্ণ এবং তার অনুচরদের আমার পরলোকগত ভ্রাতা এবং ভগ্নীর তৃপ্তির জন্য তিল এবং উদকরূপে ব্যবহার করতে পারি, তা হলে আপনা থেকেই সমস্ত ব্রজবাসীদেরও মৃত্যু হবে, কারণ এই সমস্ত বালকেরা তাদের প্রাণতুল্য। প্রাণ না থাকলে দেহের আবশ্যকতা থাকে না; তেমনই, তাদের পুত্রদের মৃত্যু হলে স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত ব্রজবাসীদেরও মৃত্যু হবে।

শ্লোক ১৬

ইতি ব্যবস্যাজগরং বৃহদ্ বপুঃ
স যোজনায়ামমহাদ্রিপীবরম্ ।
ধৃত্বাদ্ভুতং ব্যাত্তগুহাননং তদা
পথি ব্যশেত গ্রসনাশয়া খলঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি—এইভাবে; **ব্যবস্য**—বিবেচনা করে; **আজগরম্**—অজগর; **বৃহৎ বপুঃ**—এক অত্যন্ত বিশাল শরীর; **সঃ**—অঘাসুর; **যোজন-আয়াম**—আট মাইল ব্যাপী স্থান অধিকার করে; **মহা-অদ্রি-পীবরম্**—বিশাল পর্বতের মতো স্থূল; **ধৃত্বা**—রূপ ধারণ করে; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **ব্যাত্ত**—বিস্তৃত; **গুহা-আননম্**—এক বিশাল পর্বত গহ্বরের মতো মুখ সমন্বিত; **তদা**—তখন; **পথি**—পথে; **ব্যশেত**—অধিকার করেছিল; **গ্রসন-আশয়া**—গোপবালকদের গ্রাস করার আশায়; **খলঃ**—অত্যন্ত খল স্বভাব।

অনুবাদ

এইভাবে বিবেচনা করে সেই খলপ্রকৃতি অঘাসুর এক বিশাল পর্বতের মতো স্থূল এবং এক যোজন দীর্ঘ এক বিশাল অজগরের রূপ ধারণ করেছিল। সেই অদ্ভুত অজগরের রূপ ধারণ করে, সে এক বিশাল পর্বতের কাছে গুহার মতো তার মুখ বিস্তার করে, কৃষ্ণ এবং তাঁর সহচর গোপবালকদের গ্রাস করার জন্য পথে শয়ন করেছিল।

শ্লোক ১৭

ধরাধরোষ্ঠো জলদোত্তরোষ্ঠো
দর্যাননান্তো গিরিশৃঙ্গদংষ্ট্রঃ ।
ধ্বান্তান্তরাস্যো বিততাধ্বজিহ্বঃ
পরুষানিলশ্বাসদবেক্ষণোষ্ণঃ ॥ ১৭ ॥

ধরা—পৃথিবী; **অধর-ওষ্ঠঃ**—যার নিম্ন ওষ্ঠ; **জলদ-উত্তর-ওষ্ঠঃ**—যার উপরের ওষ্ঠ আকাশের মেঘ স্পর্শ করছিল; **দরী-আনন-অন্তঃ**—যার মুখ পর্বতের গুহার মতো বিস্তৃত; **গিরি-শৃঙ্গ**—পর্বত-শিখরের মতো; **দংষ্ট্রঃ**—যার দাঁত; **ধ্বান্ত-অন্তঃ-আস্যঃ**—যার মুখের মধ্যভাগ অত্যন্ত অন্ধকারে পূর্ণ ছিল; **বিতত-অধ্ব-জিহ্বঃ**—যার জিহ্বা

ছিল একটি প্রশস্ত পথের মতো; **পরুষ-অনিল-শ্বাস**—যার শ্বাস ছিল গরম হাওয়ার মতো; **দব-ঈক্ষণ-উষ্ণঃ**—যার দৃষ্টিপাত ছিল জ্বলন্ত অগ্নির মতো।

অনুবাদ

তার নিম্ন ওষ্ঠ পৃথিবীতে এবং উপরের ওষ্ঠ আকাশের মেঘ স্পর্শ করছিল। তার মুখের প্রান্তভাগ ছিল বিশাল পর্বতের গুহার মতো, এবং তার মুখের মধ্যভাগ অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। তার জিহ্বা বিস্তৃত পথের মতো, তার নিঃশ্বাস প্রখর উষ্ণ বায়ুর মতো এবং তার চোখ দুটি ছিল জ্বলন্ত অগ্নির মতো।

শ্লোক ১৮

দৃষ্ট্বা তং তাদৃশং সর্বে মত্বা বৃন্দাবনশ্রিয়ম্ ।
ব্যাত্তাজগরতুণ্ডেন হ্যুৎপ্রেক্ষন্তে স্ম লীলয়া ॥ ১৮ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **তম্**—সেই অঘাসুরকে; **তাদৃশম্**—সেই অবস্থায়; **সর্বে**—সমস্ত গোপবালকেরা; **মত্বা**—মনে করেছিলেন; **বৃন্দাবন-শ্রিয়ম্**—বৃন্দাবনের কোন সুন্দর মূর্তি; **ব্যাত্ত**—বিস্তৃত; **অজগর-তুণ্ডেন**—অজগরের মুখের মতো; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **উৎপ্রেক্ষন্তে**—যেন দেখছিল; **স্ম**—অতীতে; **লীলয়া**—লীলারূপে।

অনুবাদ

সেই অসুরের বিশাল অজগরের মতো অদ্ভুত রূপ দর্শন করে বালকেরা মনে করেছিলেন যে, সেটি নিশ্চয় বৃন্দাবনের একটি রম্য স্থান। তারপর তাঁরা সেটির সঙ্গে এক বিশাল অজগরের মুখের সাদৃশ্য কল্পনা করেছিলেন। অর্থাৎ, বালকেরা নির্ভয়ে মনে করেছিলেন যে, এটি তাঁদের লীলা উপভোগের জন্য এক বিশাল অজগরের আকৃতি অনুসারে তৈরি একটি মূর্তি।

তাৎপর্য

সেই অদ্ভুত বস্তুটি দর্শন করে কয়েকটি বালক মনে করেছিলেন যে, বস্তুতপক্ষে সেটি ছিল একটি অজগর, এবং তাঁরা সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যেরা বলেছিলেন, "তোমরা পালাচ্ছ কেন? এই রকম একটি অজগরের এখানে থাকা সম্ভব নয়। এটি তো খেলা করার একটি রমণীয় স্থান।" তাঁরা এইভাবে কল্পনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

অহো মিত্রাণি গদত সত্ত্বকূটং পুরঃ স্থিতম্ ।
অস্মৎসংগ্রসনব্যাত্তব্যালতুণ্ডায়তে ন বা ॥ ১৯ ॥

অহো—হে; **মিত্রাণি**—বন্ধুগণ; **গদত**—বল দেখি; **সত্ত্ব-কূটম্**—মৃত অজগর; **পুরঃ স্থিতম্**—আমাদের সামনে যেভাবে রয়েছে; **অস্মৎ**—আমাদের সকলের; **সংগ্রসন**—আমাদের গ্রাস করার জন্য; **ব্যাত্ত-ব্যাল-তুণ্ডায়তে**—অজগরটি তার মুখ ব্যাদান করেছে; **ন বা**—তা বাস্তব নাকি।

অনুবাদ

বালকেরা বলেছিল—হে বন্ধুগণ! এটি কি মৃত, নাকি একটি জীবন্ত অজগর আমাদের গ্রাস করার জন্য মুখ বিস্তার করে রয়েছে? আমাদের এই সন্দেহ দূর কর।

তাৎপর্য

সমস্ত বন্ধুরা তাঁদের সম্মুখে অবস্থিত সেই অদ্ভুত প্রাণীটি সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করেছিল। সেটি কি মৃত ছিল, নাকি সেটি ছিল একটি জীবন্ত অজগর, যে তাঁদের গ্রাস করার চেষ্টা করছিল?

শ্লোক ২০

সত্যমর্ককরারক্তমুত্তরাহনুবদ্ ঘনম্ ।
অধরাহনুবদ্ রোধস্তৎপ্রতিচ্ছায়য়ারুণম্ ॥ ২০ ॥

সত্যম্—বালকেরা তখন বিবেচনা করেছিলেন যে, সেটি সত্যই একটি জীবন্ত অজগর; **অর্ক-কর-আরক্তম্**—সূর্যকিরণের মতো রক্তিম; **উত্তরা-হনুবৎ-ঘনম্**—তার উপরের ওষ্ঠ মেঘের মতো; **অধরা-হনুবৎ**—নিম্ন ওষ্ঠের মতো; **রোধঃ**—বিশাল তট; **তৎ-প্রতিচ্ছায়য়া**—সূর্যকিরণের প্রতিবিম্বের দ্বারা; **অরুণম্**—রক্তিম।

অনুবাদ

তারপর তাঁরা স্থির করেছিলেন—হে বন্ধুগণ! ঠিকই বলেছ, এটি নিশ্চয়ই একটি জীবন্ত প্রাণী, যে আমাদের গ্রাস করার জন্য এখানে বসে আছে। তার উপরের ওষ্ঠ সূর্যকিরণে রঞ্জিত মেঘের মতো এবং নিম্ন ওষ্ঠ সেই মেঘের রক্তিম প্রতিবিম্বের মতো।

শ্লোক ২১

প্রতিস্পর্ধেতে সৃক্কভ্যাং সব্যাসব্যে নগোদরে ।
তুঙ্গশৃঙ্গালয়োঽপ্যেতাস্তদ্দংষ্ট্রাভিশ্চ পশ্যত ॥ ২১ ॥

প্রতিস্পর্ধেতে—সদৃশ; **সৃক্কভ্যাম্**—মুখের প্রান্তভাগ; **সব্য-অসব্যে**—বাম এবং দক্ষিণ; **নগ-উদরে**—পর্বতের গুহা; **তুঙ্গ-শৃঙ্গ-আলয়ঃ**—অতি উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ; **অপি**—যদিও এটি তেমন; **এতাঃ তৎ-দংষ্ট্রাভিঃ**—সেগুলি একটি পশুর দাঁতের মতো; **চ**—এবং; **পশ্যত**—দেখ।

অনুবাদ

বাম এবং দক্ষিণে যে দুটি পর্বতের গুহা, সেগুলি তার মুখের প্রান্তদ্বয়, এবং উচ্চ পর্বত শৃঙ্গগুলি তার দাঁত।

শ্লোক ২২

আস্তৃতায়ামমার্গোঽয়ং রসনাং প্রতিগর্জতি ।
এষামন্তর্গতং ধ্বান্তমেতদপ্যন্তরাননম্ ॥ ২২ ॥

আস্তৃত-আয়াম—দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ; **মার্গঃ অয়ম্**—একটি প্রশস্ত পথ; **রসনাম্**—জিহ্বা; **প্রতিগর্জতি**—সদৃশ; **এষাম্ অন্তঃ-গতম্**—পর্বতের ভিতর; **ধ্বান্তম্**—অন্ধকার; **এতৎ**—এই; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **অন্তঃ-আননম্**—মুখের ভিতর।

অনুবাদ

এই পশুটির জিহ্বার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ একটি বিস্তৃত পথের মতো, এবং তার মুখগহ্বর পর্বতের গুহার মতো অতিশয় অন্ধকারাচ্ছন্ন।

শ্লোক ২৩

দাবোষ্ণখরবাতোঽয়ং শ্বাসবদ্ ভাতি পশ্যত ।
তদ্দগ্ধসত্ত্বদুর্গন্ধোঽপ্যন্তরামিষগন্ধবৎ ॥ ২৩ ॥

দাব-উষ্ণ-খর-বাতঃ অয়ম্—দাবানলের মতো উষ্ণ বায়ু নির্গত হচ্ছে; **শ্বাসবৎ ভাতি পশ্যত**—দেখ তা কেমন তার নিঃশ্বাসের মতো; **তৎ-দগ্ধ-সত্ত্ব**—মৃতদেহ দহনের মতো; **দুর্গন্ধঃ**—দুর্গন্ধ; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **অন্তঃ-আমিষ-গন্ধবৎ**—তার মধ্যে থেকে নির্গত মাংসের গন্ধের মতো।

অনুবাদ

দাবানলের মতো উষ্ণ বায়ু তার মুখ থেকে নির্গত নিঃশ্বাস, এবং সে যে-সমস্ত প্রাণীদের আহার করেছে, তাদের মৃতদেহ থেকে দগ্ধ মাংসের দুর্গন্ধ বের হচ্ছে।

শ্লোক ২৪

অস্মান্ কিমত্র গ্রসিতা নিবিষ্টা-
নয়ং তথা চেদ্ বকবদ্ বিনঙ্ক্ষ্যতি ।
ক্ষণাদনেনেতি বকার্যুশন্মুখং
বীক্ষ্যোদ্ধসন্তঃ করতাড়নৈর্যযুঃ ॥ ২৪ ॥

অস্মান্—আমরা সকলে; **কিম্**—কি; **অত্র**—এখানে; **গ্রসিতা**—গ্রাস করবে; **নিবিষ্টান্**—যারা প্রবেশ করার চেষ্টা করেছে; **অয়ম্**—এই পশুটি; **তথা**—অতএব; **চেৎ**—যদি; **বক-বৎ**—বকাসুরের মতো; **বিনঙ্ক্ষ্যতি**—বিনষ্ট হবে; **ক্ষণাৎ**—তৎক্ষণাৎ; **অনেন**—এই কৃষ্ণের দ্বারা; **ইতি**—এইভাবে; **বক-অরি-উশৎ-মুখম্**—বকাসুরের শত্রু শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর মুখমণ্ডল; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **উদ্ধসন্তঃ**—উচ্চৈঃস্বরে হেসে; **কর-তাড়নৈঃ**—করতালি দিয়ে; **যযুঃ**—মুখে প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

তখন বালকেরা বলেছিলেন, "এই প্রাণীটি কি এখানে আমাদের গ্রাস করতে এসেছে? তাই যদি হয়ে থাকে, তা হলে সে এক্ষুণি বকাসুরের মতো নিহত হবে।" তারপর তাঁরা বকাসুরের শত্রু শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে হাসতে হাসতে ও করতালি দিতে দিতে তাঁরা সেই অজগরের মুখে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এইভাবে সেই ভয়ঙ্কর পশুটির সম্বন্ধে আলোচনা করে, তাঁরা সেই অসুরটির মুখে প্রবেশ করতে মনস্থ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের উপর তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, কারণ তাঁরা দেখেছিলেন, কৃষ্ণ কিভাবে বকাসুরের মুখ থেকে তাঁদের রক্ষা করেছিলেন। এখানে অঘাসুর নামক আর একটি অসুর এসেছিল। তাই তাঁরা সেই অসুরের মুখে প্রবেশ করে খেলার আনন্দ এবং বকাসুরের শত্রু কৃষ্ণ কর্তৃক পরিত্রাণের আনন্দ উপভোগ করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

ইত্থং মিথোঽতথ্যমতজ্জ্ঞভাষিতং
শ্রুত্বা বিচিন্ত্যেত্যমৃষা মৃষায়তে ।
রক্ষো বিদিত্বাখিলভূতহৃৎস্থিতঃ
স্বানাং নিরোদ্ধুং ভগবান্ মনো দধে ॥ ২৫ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **মিথঃ**—অথবা অন্য; **অতথ্যম্**—অযথার্থ বিষয়ে; **অ-তৎ-জ্ঞ**—জ্ঞানহীন; **ভাষিতম্**—তাঁরা যখন কথা বলছিলেন; **শ্রুত্বা**—শ্রীকৃষ্ণ সেই কথা শুনে; **বিচিন্ত্য**—চিন্তা করে; **ইতি**—এইভাবে; **অমৃষা**—সত্য; **মৃষায়তে**—যে একটি মিথ্যা বস্তুরূপে প্রতিভাত হওয়ার চেষ্টা করছে (প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল অঘাসুর, কিন্তু স্বল্পজ্ঞানবশত তাঁরা মনে করছিলেন যে, সেটি ছিল একটি মৃত অজগর); **রক্ষঃ**—(কৃষ্ণ কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন যে,) সে ছিল একটি অসুর; **বিদিত্বা**—তা জেনে; **অখিল-ভূত-হৃৎ-স্থিতঃ**—যেহেতু তিনি সকলেরই হৃদয়ে অবস্থিত অন্তর্যামী; **স্বানাম্**—তাঁর সঙ্গীদের; **নিরোদ্ধুম্**—নিষেধ করার জন্য; **ভগবান্**—ভগবান; **মনঃ দধে**—সঙ্কল্প করেছিলেন।

অনুবাদ

সকলের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃত্রিম অজগরটি সম্বন্ধে বালকদের পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে শুনেছিলেন। তাঁরা জানতেন না যে, সেটি প্রকৃতপক্ষে ছিল অঘাসুর নামক একটি অসুর, যে একটি অজগরের রূপ ধারণ করেছিল। সেই কথা জেনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গীদের সেই অসুরটির মুখে প্রবেশ করতে নিষেধ করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬

তাবৎ প্রবিষ্টাস্ত্বসুরোদরান্তরং
পরং ন গীর্ণাঃ শিশবঃ সবৎসাঃ ।
প্রতীক্ষমাণেন বকারিবেশনং
হতস্বকান্তস্মরণেন রক্ষসা ॥ ২৬ ॥

তাবৎ—ইতিমধ্যে; **প্রবিষ্টাঃ**—তাঁরা সকলে প্রবেশ করেছিলেন; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অসুর-উদর-অন্তরম্**—সেই মহা অসুরের উদরে; **পরম্**—কিন্তু; **ন গীর্ণাঃ**—তাঁদের

গ্রাস করেনি; **শিশবঃ**—সমস্ত বালকেরা; **স-বৎসাঃ**—তাঁদের গোবৎসগণ সহ; **প্রতীক্ষমাণেন**—যে প্রতীক্ষা করছিল; **বক-অরি**—বকাসুরের শত্রু; **বেশনম্**—প্রবেশ; **হত-স্বকান্ত-স্মরণেন**—অসুরটি তার মৃত আত্মীয়দের কথা চিন্তা করছিল, যারা শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু না হলে সন্তুষ্ট হবে না; **রক্ষসা**—অসুরটির দ্বারা।

অনুবাদ

কৃষ্ণ যখন চিন্তা করছিলেন কিভাবে গোপবালকদের অঘাসুরের মুখে প্রবেশ করা থেকে নিবৃত্ত করা যায়, ততক্ষণে তাঁরা অসুরটির মুখের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। অসুরটি কিন্তু তাঁদের গিলে ফেলেনি, কারণ সে কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত তার আত্মীয়দের কথা চিন্তা করে, তার মুখে কৃষ্ণের প্রবেশের প্রতীক্ষা করছিল।

শ্লোক ২৭

তান্ বীক্ষ্য কৃষ্ণঃ সকলাভয়প্রদো
হ্যনন্যনাথান্ স্বকরাদবচ্যুতান্ ।
দীনাংশ্চ মৃত্যোর্জঠরাগ্নিঘাসান্
ঘৃণার্দিতো দিষ্টকৃতেন বিস্মিতঃ ॥ ২৭ ॥

তান্—সেই সমস্ত বালকদের; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **সকল-অভয়-প্রদঃ**—সকলের অভয় প্রদানকারী; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অনন্য-নাথান্**—বিশেষ করে গোপবালকদের জন্য, যাঁরা কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কাউকে জানে না; **স্ব-করাৎ**—তাঁর হাত থেকে; **অবচ্যুতান্**—দূরগত; **দীনান্ চ**—অসহায়; **মৃত্যোঃ জঠর-অগ্নি-ঘাসান্**—যাঁরা অগ্নিতে ঘাসের মতো অঘাসুরের উদরে প্রবেশ করেছিলেন, এবং যে অসুরটি অত্যন্ত দুঃসাহসী ও সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো ক্ষুধার্ত ছিল (যেহেতু অসুরটি এক বিশাল শরীর ধারণ করেছিল, তাই তার ক্ষুধাও নিশ্চয় অত্যন্ত প্রবল ছিল); **ঘৃণা-অর্দিতঃ**—অহৈতুকী কৃপাবশত যিনি অত্যন্ত দয়ালু; **দিষ্ট-কৃতেন**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে আয়োজিত বস্তুর দ্বারা; **বিস্মিতঃ**—তিনিও ক্ষণিকের জন্য আশ্চর্য হয়েছিলেন।

অনুবাদ

কৃষ্ণ দেখেছিলেন যে, সমস্ত গোপবালকেরা, যাঁরা তাঁকে ছাড়া আর কিছু জানতেন না, তাঁরা তাঁর হাতের বাইরে চলে গেছেন এবং সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপী অঘাসুরের

উদরে অগ্নিতে তৃণের মতো প্রবেশ করেছেন, এবং তাঁরা এখন সম্পূর্ণ অসহায়। কৃষ্ণের পক্ষে তাঁর গোপসখাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অসহনীয় ছিল। তাই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা যেন তা আয়োজিত হয়েছে দেখে, কৃষ্ণ ক্ষণিকের জন্য বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন এবং তাঁর যে এখন কি করা কর্তব্য, তা বুঝে উঠতে পারেননি।

শ্লোক ২৮

কৃত্যং কিমত্রাস্য খলস্য জীবনং
ন বা অমীষাং চ সতাং বিহিংসনম্ ।
দ্বয়ং কথং স্যাদিতি সংবিচিন্ত্য
জ্ঞাত্বাবিশত্তুণ্ডমশেষদৃগ্‌হরিঃ ॥ ২৮ ॥

কৃত্যম্ কিম্—কি কর্তব্য; **অত্র**—এই পরিস্থিতিতে; **অস্য খলস্য**—এই হিংস্র অসুরটির; **জীবনম্**—জীবনের অস্তিত্ব; **ন**—অনুচিত; **বা**—অথবা; **অমীষাম্ চ**—এবং যারা সরল; **সতাম্**—ভক্তদের; **বিহিংসনম্**—মৃত্যু; **দ্বয়ম্**—দুটি কার্য (অসুরটিকে হত্যা করা এবং বালকদের রক্ষা করা); **কথম্**—কিভাবে; **স্যাৎ**—সম্ভব হতে পারে; **ইতি সংবিচিন্ত্য**—সেই বিষয়ে ভালভাবে চিন্তা করে; **জ্ঞাত্বা**—এবং কি করা উচিত তা স্থির করে; **অবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **তুণ্ডম্**—সেই অসুরটির মুখের মধ্যে; **অশেষ-দৃক্ হরিঃ**—অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, ত্রিকালদর্শী শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

এখন কি করা কর্তব্য? এই অসুরটির সংহার এবং ভক্তদের জীবন রক্ষা কি করে একসঙ্গে করা সম্ভব? অনন্ত শক্তিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ সেই দুটি কার্য সম্পাদনের উপায় স্থির করার জন্য ক্ষণকাল অপেক্ষা করেছিলেন, এবং তারপর সেই উপায় স্থির করে তিনি অঘাসুরের মুখে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ অনন্তবীর্য সর্বজ্ঞ, কারণ তিনি সব কিছুই জানেন। যেহেতু তিনি সব কিছুই পূর্ণরূপে অবগত, তাই তাঁর পক্ষে বালকদের রক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে অসুরটিকে সংহার করার উপায় নির্ধারণ করা মোটেই কঠিন ছিল না। তাই তিনিও অসুরটির মুখে প্রবেশ করতে মনস্থ করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

তদা ঘনচ্ছদা দেবা ভয়াদ্ধাহেতি চুক্রুশুঃ ।
জহৃষুর্যে চ কংসাদ্যাঃ কৌণপাস্ত্বঘবান্ধবাঃ ॥ ২৯ ॥

তদা—সেই সময়; **ঘনচ্ছদাঃ**—মেঘের অন্তরালে; **দেবাঃ**—দেবতারা; **ভয়াৎ**—অসুরের মুখে কৃষ্ণ প্রবেশ করার ফলে ভীত হয়ে; **হা-হা**—হাহাকার; **ইতি**—এইভাবে; **চক্রুশুঃ**—করেছিলেন; **জহৃষুঃ**—আনন্দিত হয়েছিল; **যে**—যারা; **চ**—ও; **কংস-আদ্যাঃ**—কংস এবং অন্যেরা; **কৌণপাঃ**—অসুরেরা; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অঘ-বান্ধবাঃ**—অঘাসুরের বান্ধব।

অনুবাদ

কৃষ্ণ যখন অঘাসুরের মুখে প্রবেশ করেছিলেন, তখন মেঘের অন্তরালে দেবতারা ভয়ে হাহাকার করে উঠেছিলেন, এবং অঘাসুরের বান্ধব কংস আদি অসুরেরা আনন্দিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩০

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ কৃষ্ণস্ত্বব্যয়ঃ সার্ভবৎসকম্ ।
চূর্ণীচিকীর্ষোরাত্মানং তরসা ববৃধে গলে ॥ ৩০ ॥

তৎ—সেই হাহাকার; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ভগবান্**—ভগবান; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অব্যয়ঃ**—অবিনশ্বর; **স-অর্ভ-বৎসকম্**—গোপবালক এবং গো-বৎসগণ সহ; **চূর্ণী-চিকীর্ষোঃ**—যে অসুরটি তার উদরে চূর্ণ করার বাসনা করেছিল; **আত্মানম্**—নিজেকে; **তরসা**—অতি শীঘ্র; **ববৃধে**—বর্ধিত করেছিলেন; **গলে**—গলার ভিতরে।

অনুবাদ

অবিনশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন মেঘের অন্তরালে দেবতাদের হাহাকার শ্রবণ করেছিলেন, তখন তিনি নিজেকে এবং তাঁর সহচর গোপবালকদের রক্ষা করার জন্য তাঁদের চূর্ণ করতে অভিলাষী অসুরটির গলার ভিতরে নিজেকে বর্ধিত করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের কার্যকলাপ এমনই। *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ (ভগবদ্গীতা ৪/৮)*। অসুরের গলার মধ্যে নিজেকে বর্ধিত করে, কৃষ্ণ তার শ্বাসরোধ করে তাকে সংহার করেছিলেন, এবং সেই সঙ্গে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে ও তাঁর সঙ্গীদের রক্ষা করেছিলেন এবং দেবতাদেরও শোকমুক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

ততোঽতিকায়স্য নিরুদ্ধমার্গিণো
হ্যুদ্গীর্ণদৃষ্টের্ভ্রমতস্ত্বিতস্ততঃ ।
পূর্ণোঽন্তরঙ্গে পবনো নিরুদ্ধো
মূর্ধন্ বিনির্ভিদ্য বিনির্গতো বহিঃ ॥ ৩১ ॥

ততঃ—অসুরটির মুখের ভিতরে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বর্ধিত করে, সেই অসুরটিকে হত্যা করার পর; **অতি-কায়স্য**—সেই বিশাল শরীর অসুরটির; **নিরুদ্ধ-মার্গিণঃ**—কণ্ঠ প্রভৃতি সব কটি পথ নিরুদ্ধ হওয়ার ফলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে; **হি উদ্গীর্ণ-দৃষ্টেঃ**—তার চোখ দুটি বেরিয়ে এসেছিল; **ভ্রমতঃ তু ইতঃ ততঃ**—তার চোখ অথবা প্রাণবায়ু ইতস্তত ভ্রমণ করছিল; **পূর্ণঃ**—পূর্ণ; **অন্তঃ-অঙ্গে**—শরীরের ভিতর; **পবনঃ**—প্রাণবায়ু; **নিরুদ্ধঃ**—রুদ্ধ হয়ে; **মূর্ধন্**—ব্রহ্মরন্ধ্র; **বিনির্ভিদ্য**—ভেদ করে; **বিনির্গতঃ**—নির্গত হয়েছিল; **বহিঃ**—বাইরে।

অনুবাদ

তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শরীর বর্ধন করার ফলে, অসুরটি যদিও এক বিশাল আকৃতি ধারণ করেছিল, তবুও তার শ্বাসরুদ্ধ হয় এবং তার চোখ দুটি বেরিয়ে আসে। অসুরটির প্রাণবায়ু কিন্তু কোন নির্গমনের পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি এবং তাই অবশেষে অসুরটির ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে তা বেরিয়ে এসেছিল।

শ্লোক ৩২

তেনৈব সর্বেষু বহির্গতেষু
প্রাণেষু বৎসান্ সুহৃদঃ পরেতান্ ।
দৃষ্ট্যা স্বয়োত্থাপ্য তদন্বিতঃ পুন-
র্বক্ত্রান্মুকুন্দো ভগবান্ বিনির্যযৌ ॥ ৩২ ॥

তেন এব—সেই ব্রহ্মরন্ধ্র অথবা মস্তকের ছিদ্রপথ দিয়ে; **সর্বেষু**—দেহাভ্যন্তরস্থ সমস্ত বায়ু; **বহিঃ গতেষু**—বহির্গত হলে; **প্রাণেষু**—প্রাণ; **বৎসান্**—গোবৎসদের; **সুহৃদঃ**—গোপসখাদের; **পরেতান্**—অসুরের শরীরে যাদের মৃত্যু হয়েছিল; **দৃষ্ট্যা স্বয়া**—কৃষ্ণের দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **উত্থাপ্য**—পুনরায় জীবিত করে; **তৎ-অন্বিতঃ**—তাঁদের সঙ্গে; **পুনঃ**—পুনরায়; **বক্ত্রাৎ**—মুখ থেকে; **মুকুন্দঃ**—ভগবান; **ভগবান্**—শ্রীকৃষ্ণ; **বিনির্যযৌ**—বহির্গত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

অসুরের সমস্ত প্রাণ মস্তকের সেই ছিদ্রপথে বহির্গত হলে, শ্রীকৃষ্ণ মৃত গোবৎস এবং গোপবালকদের তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাঁদের পুনরায় জীবিত করেছিলেন। তারপর মুক্তিদাতা মুকুন্দ তাঁর সখা এবং বৎসগণ সহ অসুরের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

পীনাহিভোগোত্থিতমদ্ভুতং মহ-
জ্জ্যোতিঃ স্বধাম্না জ্বলয়দ্ দিশো দশ ।
প্রতীক্ষ্য খেঽবস্থিতমীশনির্গমং
বিবেশ তস্মিন্ মিষতাং দিবৌকসাম্ ॥ ৩৩ ॥

পীন—অতি বিশাল; **অহি-ভোগ-উত্থিতম্**—জড় ভোগের নিমিত্ত সর্পের দেহ থেকে নির্গত হয়েছিল; **অদ্ভুতম্**—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; **মহৎ**—মহান; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতি; **স্ব-ধাম্না**—তার নিজের প্রভাবের দ্বারা; **জ্বলয়ৎ**—উদ্ভাসিত করে; **দিশঃ দশ**—দশ দিক; **প্রতীক্ষ্য**—প্রতীক্ষা করে; **খে**—আকাশে; **অবস্থিতম্**—অবস্থান করেছিল; **ঈশ-নির্গমম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত; **বিবেশ**—প্রবেশ করেছিল; **তস্মিন্**—শ্রীকৃষ্ণের শরীরে; **মিষতাম্**—যখন দেখছিলেন; **দিবৌকসাম্**—দেবতারা।

অনুবাদ

সেই বিশাল অজগরের শরীর থেকে দশ দিক উদ্ভাসিত করে এক মহাজ্যোতি নির্গত হয়ে, মৃত সর্পটির মুখ থেকে শ্রীকৃষ্ণের বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত আকাশে অবস্থান করছিল। তারপর শ্রীকৃষ্ণ বেরিয়ে এলে, দেবতাদের সম্মুখে সেই জ্যোতি কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করেছিল।

তাৎপর্য

আপাতদৃষ্টিতে অঘাসুর নামক সর্পটি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভের ফলে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে মুক্তিলাভ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশরূপ মুক্তিকে বলা হয় সাযুজ্য-মুক্তি। কিন্তু পরবর্তী শ্লোকে প্রমাণিত হয়েছে যে, অঘাসুর দন্তবক্র প্রভৃতি অসুরদের মতো সারূপ্য-মুক্তি লাভ করেছিল। সেই কথা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীল জীব গোস্বামীকৃত *বৈষ্ণবতোষণী* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। অঘাসুর সারূপ্য-মুক্তি লাভ করে বিষ্ণুর মতো চতুর্ভুজ রূপ প্রাপ্ত হয়ে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়েছিলেন। তা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল, তা সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মহাসর্পের শরীরটি থেকে যে জ্যোতি নির্গত হয়েছিল, তা চিন্ময় শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হয়ে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিল, কারণ শ্রীকৃষ্ণ সেই সর্পটির মৃত্যুর পরেও তার শরীরে অবস্থান করেছিলেন। কারও মনে সন্দেহ হতে পারে যে, কিভাবে এই প্রকার এক খল অসুরের পক্ষে সারূপ্য বা সাযুজ্য মুক্তি লাভ করা সম্ভব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এতই কৃপাময় যে, সেই সন্দেহ দূর করার জন্য তিনি জ্যোতিরূপে সেই সর্পের প্রাণটিকে দেবতাদের সমক্ষে কিছুকালের জন্য আকাশে অবস্থান করিয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ জ্যোতির্ময় এবং প্রতিটি জীব সেই জ্যোতির বিভিন্ন অংশ। এখানে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রতিটি জীবের জ্যোতি স্বতন্ত্র। কারণ সেই জ্যোতি কিছুকালের জন্য পূর্ণ জ্যোতি বা ব্রহ্মজ্যোতিতে মিশে না গিয়ে, অসুরটির শরীরের বাইরে অবস্থান করেছিল। জড় চক্ষুর দ্বারা ব্রহ্মজ্যোতি দর্শন করা যায় না, কিন্তু প্রতিটি জীব যে স্বতন্ত্র সেই কথা প্রমাণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই স্বতন্ত্র জ্যোতিটিকে কিছুকালের জন্য অসুরটির শরীরের বাইরে অবস্থান করিয়েছিলেন, যাতে সকলে তা দেখতে পায়। তারপর শ্রীকৃষ্ণ প্রমাণ করেছিলেন যে, কেউ যদি তাঁর দ্বারা নিহত হন, তা হলে তিনি সাযুজ্য, সারূপ্য, সামীপ্য আদি মুক্তি প্রাপ্ত হন।

কিন্তু যারা প্রেমের চিন্ময় স্তর প্রাপ্ত হন, তাঁরা *বিমুক্তি* বা বিশেষ প্রকার মুক্তি লাভ করেন। এইভাবে সর্পটি প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করেছিল এবং তারপর ব্রহ্মজ্যোতিতে মিশে গিয়েছিল। এই মিশে যাওয়াকে বলা হয় সাযুজ্য-মুক্তি। কিন্তু পরবর্তী শ্লোকে আমরা দেখতে পাই যে, অঘাসুর সারূপ্য-মুক্তি লাভ করেছিল। অষ্টত্রিংশতি শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, অঘাসুর ঠিক বিষ্ণুর মতো একটি শরীর লাভ করেছিল, এবং তার পরবর্তী শ্লোকেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নারায়ণের মতো পূর্ণ চিন্ময় শরীর লাভ করেছিলেন।

এইভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতের* দু-তিনটি স্থানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, অঘাসুর সারূপ্য-মুক্তি লাভ করেছিল। কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে, তা হলে সে ব্রহ্মজ্যোতিতে মিশে গিয়েছিল কিভাবে? তার উত্তরে বলা হয়েছে, জয় এবং বিজয় যেমন তিন জন্মের পর পুনরায় সারূপ্য-মুক্তি এবং ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, অঘাসুরও তেমনই মুক্তিলাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

ততোঽতিহৃষ্টাঃ স্বকৃতোঽকৃতার্হণং
পুষ্পৈঃ সুগা অপ্সরসশ্চ নর্তনৈঃ ।
গীতৈঃ সুরা বাদ্যধরাশ্চ বাদ্যকৈঃ
স্তবৈশ্চ বিপ্রা জয়নিঃস্বনৈর্গণাঃ ॥ ৩৪ ॥

ততঃ—তারপর; **অতি-হৃষ্টাঃ**—সকলে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **স্ব-কৃতঃ**—নিজ নিজ কর্তব্য; **অকৃত**—সম্পাদন করেছিলেন; **অর্হণম্**—ভগবানের পূজারূপে; **পুষ্পৈঃ**—স্বর্গের নন্দনকানন জাত পুষ্প বর্ষণের দ্বারা; **সু-গাঃ**—স্বর্গের গায়কগণ; **অপ্সরসঃ চ**—এবং অপ্সরাগণ; **নর্তনৈঃ**—নৃত্যের দ্বারা; **গীতৈঃ**—দিব্য সঙ্গীতের দ্বারা; **সুরাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **বাদ্য-ধরাঃ চ**—বাদকগণ; **বাদ্যকৈঃ**—বাদনের দ্বারা; **স্তবৈঃ চ**—এবং স্তব নিবেদনের দ্বারা; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **জয়-নিঃস্বনৈঃ**—ভগবানের মহিমা কীর্তন করে; **গণাঃ**—সকলে।

অনুবাদ

তারপর, সকলে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, দেবতারা নন্দনকানন জাত পুষ্প বর্ষণ করতে শুরু করেছিলেন, স্বর্গের অপ্সরারা নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন এবং গন্ধর্বেরা সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করেছিলেন। বাদকেরা দুন্দুভি বাজাতে শুরু করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে স্তব করেছিলেন। এইভাবে, স্বর্গ এবং পৃথিবী উভয় স্থানে সকলেই তাঁদের নিজ নিজ কার্য অনুষ্ঠান করে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

সকলেরই কোন বিশেষ কার্য রয়েছে। শাস্ত্রে নিরূপিত হয়েছে যে, প্রতিটি ব্যক্তির কর্তব্য তাঁর যোগ্যতা অনুসারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করা। কেউ যদি গায়ক

হন, তা হলে তিনি সুন্দরভাবে গান করে সর্বদা ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে পারেন। কেউ যদি বাদক হন, তা হলে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে তিনি ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে পারেন। *স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্*—(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১৩)। জীবনের চরম সিদ্ধি হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। তাই মর্ত্যলোক থেকে শুরু করে স্বর্গলোক পর্যন্ত সকলেরই কর্তব্য ভগবানের মহিমা কীর্তন করা। সমস্ত মহাপুরুষদের অভিমত হচ্ছে, মানুষ যে সমস্ত গুণ অর্জন করেছে, ভগবানের মহিমা কীর্তনে তার সদ্ব্যবহার করা উচিত।

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধিদত্তয়োঃ ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥

"তত্ত্বদ্রষ্টা মহর্ষিরা যথাযথভাবে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তপশ্চর্যা, বেদপাঠ, যজ্ঞ, মন্ত্রোচ্চারণ এবং দান আদির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তমশ্লোক ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসের বর্ণনা করা।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৫/২২) এটিই হচ্ছে জীবনের চরম সিদ্ধি। মানুষকে তার গুণ অনুসারে ভগবানের সেবা করার শিক্ষা দেওয়া উচিত। বিদ্যা, তপস্যা, অথবা আধুনিক যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পোদ্যোগ, শিক্ষা ইত্যাদি সব কিছুই ভগবানের মহিমা কীর্তনে যুক্ত করা উচিত। তা হলে জগতের প্রত্যেকেই সুখী হবে।

তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চিন্ময় কার্যকলাপ প্রদর্শন করার জন্য এখানে আসেন, যাতে মানুষেরা সর্বতোভাবে তাঁর মহিমা কীর্তন করার সুযোগ লাভ করতে পারেন। কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করা যায়, তা হৃদয়ঙ্গম করাই প্রকৃত গবেষণার বিষয়। এমন নয় যে, ভগবানকে বাদ দিয়ে সব কিছু বুঝতে হবে। সেই প্রকার প্রচেষ্টার নিন্দা করা হয়েছে।

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতি শাস্ত্রং জপস্তপঃ ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥

(*হরিভক্তিসুধোদয়* ৩/১১)

ভগবদ্ভক্তি বা ভগবানের গুণগান ব্যতীত আমরা আর যা কিছুই করি, তা কেবল মৃতদেহ সাজানোরই মতো অর্থহীন।

শ্লোক ৩৫

তদদ্ভুতস্তোত্রসুবাদ্যগীতিকা-
জয়াদিনৈকোৎসবমঙ্গলস্বনান্ ।
শ্রুত্বা স্বধাম্নোঽন্ত্যজ আগতোঽচিরাদ্
দৃষ্ট্বা মহীশস্য জগাম বিস্ময়ম্ ॥ ৩৫ ॥

তৎ—স্বর্গলোকে দেবতাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সেই উৎসব; **অদ্ভুত**—আশ্চর্যজনক; **স্তোত্র**—স্তব; **সু-বাদ্য**—ভেরী আদি সুন্দর বাদ্যযন্ত্র; **গীতিকা**—দিব্য সঙ্গীত; **জয়-আদি**—জয়ধ্বনি ইত্যাদি; **ন-এক-উৎসব**—ভগবানের গুণগানের উৎসব; **মঙ্গল-স্বনান্**—সকলেরই মঙ্গলজনক চিন্ময় ধ্বনি; **শ্রুত্বা**—সেই ধ্বনি শ্রবণ করে; **স্ব-ধাম্নঃ**—তাঁর ধাম থেকে; **অন্তি**—নিকটে; **অজঃ**—ব্রহ্মা; **আগতঃ**—সেখানে এসে; **অচিরাৎ**—অতি শীঘ্র; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **মহি**—মহিমা; **ঈশস্য**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **জগাম বিস্ময়ম্**—আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

ব্রহ্মা যখন তাঁর ধামের নিকটে সঙ্গীত, বাদ্য এবং জয়ধ্বনি সহকারে সেই উৎসবের ধ্বনি শ্রবণ করেছিলেন, তখন তিনি সেই উৎসব দর্শন করতে সত্বর সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার মহিমা দর্শন করে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *অন্তি* অর্থাৎ 'নিকটে' শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ব্রহ্মলোকের নিকটে মহর্লোক, জনলোক এবং তপোলোকেও শ্রীকৃষ্ণের গুণগানের উৎসব হচ্ছিল।

শ্লোক ৩৬

রাজন্নাজগরং চর্ম শুষ্কং বৃন্দাবনেঽদ্ভুতম্ ।
ব্রজৌকসাং বহুতিথং বভূবাক্রীড়গহ্বরম্ ॥ ৩৬ ॥

রাজন্—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **আজগরম্ চর্ম**—অঘাসুরের শুষ্ক শরীর কেবল এক বিশাল চর্মরূপে ছিল; **শুষ্কম্**—যখন তা সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে গিয়েছিল; **বৃন্দাবনে**

অদ্ভুতম্—বৃন্দাবনে এক আশ্চর্যজনক দর্শনীয় বস্তুরূপে; **ব্রজ-ওকসাম্**—ব্রজবাসীদের; **বহু-তিথম্**—দীর্ঘকাল; **বভূব**—হয়েছিল; **আক্রীড়**—খেলার স্থান; **গহ্বরম্**—গুহা।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, অঘাসুরের অজগররূপী শরীরটি শুকিয়ে গিয়ে কেবল একটি বিশাল চর্মরূপে বৃন্দাবনে ব্রজবাসীদের একটি দর্শনীয় স্থানরূপে দীর্ঘকাল সেখানে ছিল।

শ্লোক ৩৭

এতৎ কৌমারজং কর্ম হরেরাত্মাহিমোক্ষণম্ ।
মৃত্যোঃ পৌগণ্ডকে বালা দৃষ্ট্বোচুর্বিস্মিতা ব্রজে ॥ ৩৭ ॥

এতৎ—অঘাসুর উদ্ধার এবং শ্রীকৃষ্ণের সহচরদের মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধারের এই ঘটনা; **কৌমার-জম্ কর্ম**—কৌমার বয়সে (পাঁচ বছর বয়সে) অনুষ্ঠিত হয়েছিল; **হরেঃ**—ভগবানের; **আত্ম**—ভক্তেরা ভগবানের আত্মাস্বরূপ; **অহি-মোক্ষণম্**—তাঁদের উদ্ধার এবং অজগরের উদ্ধার; **মৃত্যোঃ**—জন্ম-মৃত্যুর মার্গ থেকে; **পৌগণ্ডকে**—পৌগণ্ড অবস্থায়, ছয় বছর বয়স থেকে যা শুরু হয় (অর্থাৎ তার এক বছর পরে); **বালাঃ**—সমস্ত বালকেরা; **দৃষ্ট্বা উচুঃ**—এক বছর পর সেই ঘটনাটি প্রকাশ করেছিলেন; **বিস্মিতাঃ**—যেন তা সেই দিন ঘটেছে; **ব্রজে**—বৃন্দাবনে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের নিজেকে এবং তাঁর সহচরদের মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার এবং মহাসর্পরূপী অঘাসুর মোচনের সেই ঘটনাটি ঘটেছিল, যখন কৃষ্ণের বয়স ছিল পাঁচ বছর। ব্রজভূমিতে সেই ঘটনাটি এক বছর পরে, যেন সেই দিনই ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রকাশ করা হয়েছিল।

তাৎপর্য

মোক্ষণম্ শব্দটির অর্থ মুক্তি। শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর সঙ্গীদের মুক্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তাঁরা চিৎ-জগতে অবস্থিত হওয়ার ফলে ইতিমধ্যেই মুক্ত। জড় জগতে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি রয়েছে, কিন্তু চিৎ-জগতে সেইগুলি নেই, কারণ সেখানে সব কিছুই নিত্য। অজগরটি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের সঙ্গ প্রভাবে সেই প্রকার নিত্য জীবন লাভ করেছিল। তাই এখানে *আত্মাহিমোক্ষণম্* শব্দে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অঘাসুর যদি ভগবানের নিত্য সান্নিধ্য লাভ করে থাকে,

তা হলে যাঁরা ভগবানের সহচর তাঁদের আর কি কথা? *সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১২/১১)। ভগবান যে সকলেরই পক্ষে মঙ্গলজনক, এটিই তার প্রমাণ। তিনি যখন কাউকে সংহারও করেন, তখন তারও মুক্তিলাভ হয়। তা হলে যাঁরা ইতিমধ্যেই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে?

শ্লোক ৩৮

নৈতদ্ বিচিত্রং মনুজার্ভমায়িনঃ
পরাবরাণাং পরমস্য বেধসঃ ।
অঘোঽপি যৎস্পর্শনধৌতপাতকঃ
প্রাপাত্মসাম্যং ত্বসতাং সুদুর্লভম্ ॥ ৩৮ ॥

ন—না; **এতৎ**—এই; **বিচিত্রম্**—আশ্চর্যজনক; **মনুজ-অর্ভ-মায়িনঃ**—নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদার প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে তাঁদের পুত্ররূপে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণের; **পর-অবরাণাম্**—সমস্ত কার্য এবং কারণের; **পরমস্য বেধসঃ**—পরম স্রষ্টার; **অঘঃ অপি**—অঘাসুরও; **যৎ-স্পর্শন**—কেবল স্পর্শের দ্বারা; **ধৌত-পাতকঃ**—সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিল; **প্রাপ**—উন্নীত হয়েছিল; **আত্ম-সাম্যম্**—নারায়ণের মতো রূপ; **তু**—কিন্তু; **অসতাম্ সুদুর্লভম্**—কলুষিত আত্মাদের পক্ষে যা লাভ করা মোটেই সম্ভব নয় (কিন্তু ভগবানের কৃপায় সব কিছুই সম্ভব)।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ সর্বকারণের পরম কারণ। জড় জগতের কার্য এবং কারণ, উচ্চ ও নীচ, সব কিছুই পরম নিয়ন্তা ভগবানেরই দ্বারা সৃজিত। শ্রীকৃষ্ণ যখন নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশতই করেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য প্রদর্শন করা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। বস্তুতপক্ষে, তিনি এমনই মহাকৃপা প্রদর্শন করেছিলেন যে, মহাপাপী অঘাসুরও সারূপ্য-মুক্তি লাভ করে তাঁর পার্ষদত্ব লাভ করেছিল, যা জড় জগতের পাপপরায়ণ ব্যক্তিদের পক্ষে লাভ করা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব।

তাৎপর্য

মায়া শব্দটি প্রেমের প্রসঙ্গেও ব্যবহৃত হয়। মায়া বা প্রেমবশত পিতা পুত্রের প্রতি স্নেহশীল। তাই *মায়িনঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবশত নন্দ মহারাজের

পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং নরশিশুর রূপ ধারণ করেছিলেন (*মনুজার্ভ*)। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব কারণের পরম কারণ। তিনি সমস্ত কার্য এবং কারণের স্রষ্টা এবং তিনি পরম নিয়ন্তা। তাঁর পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। তাই তাঁর পক্ষে অঘাসুরের মতো জীবকেও সারূপ্য-মুক্তি প্রদান করা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর খেলার সাথীদের সঙ্গে খেলার ছলে অঘাসুরের মুখে প্রবেশ করে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। তাই, অঘাসুর যখন চিন্ময় লীলাবিলাস পরায়ণ এই সান্নিধ্য লাভ করেছিল, তখন সে তার সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সারূপ্য-মুক্তি ও বিমুক্তি লাভ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়।

শ্লোক ৩৯

সকৃদ্ যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা
মনোময়ী ভাগবতীং দদৌ গতিম্ ।
স এব নিত্যাত্মসুখানুভূত্যভি-
ব্যুদস্তমায়োঽন্তর্গতো হি কিং পুনঃ ॥ ৩৯ ॥

সকৃৎ—কেবল একবার; **যৎ**—যাঁর; **অঙ্গ-প্রতিমা**—ভগবানের রূপ (ভগবানের বহু রূপ রয়েছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি রূপ); **অন্তঃ-আহিতা**—কোন না কোনভাবে হৃদয়ে স্থাপন করে; **মনঃ-ময়ী**—জোর করেও তাঁর কথা মনে চিন্তা করে; **ভাগবতীম্**—যিনি ভগবদ্ভক্তি প্রদান করতে সক্ষম; **দদৌ**—শ্রীকৃষ্ণ প্রদান করেছেন; **গতিম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ পদ; **সঃ**—তিনি (ভগবান); **এব**—বস্তুতপক্ষে; **নিত্য**—সর্বদা; **আত্ম**—সমস্ত জীবের; **সুখ-অনুভূতি**—তাঁর কথা চিন্তা করা মাত্রই যে কোন ব্যক্তি চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করেন; **অভিব্যুদস্ত-মায়ঃ**—কারণ সমস্ত মায়া তাঁর দ্বারা দূরীভূত হয়; **অন্তঃ-গতঃ**—তিনি সর্বদাই হৃদয়াভ্যন্তরে বিরাজমান; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **কিম্ পুনঃ**—কি বলার আছে।

অনুবাদ

কেউ যদি কেবল একবার মাত্র অথবা বলপূর্বক ভগবানের অঙ্গপ্রতিমা মনের মধ্যে স্থাপন করেন, তা হলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন, যা অঘাসুরের

হয়েছিল। তা হলে, যিনি সমস্ত জীবের চিন্ময় আনন্দের উৎস এবং যাঁর প্রভাবে মায়া সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, সেই স্বয়ং অবতারী ভগবান স্বয়ং যাঁদের অন্তরে প্রবিষ্ট হন, অথবা যাঁরা সর্বদা তাঁর শ্রীপাদপদ্মের চিন্তা করেন, তাঁদের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে?

তাৎপর্য

ভগবানের কৃপা লাভ করার পন্থা এখানে বর্ণিত হয়েছে। *যৎপাদপঙ্কজ-পলাশবিলাসভক্ত্যা* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৪/২২/৩৯)। কেবল ভগবানের কথা চিন্তা করে মানুষ অনায়াসে তাঁকে লাভ করতে পারে। বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম সর্বদা তাঁর ভক্তের হৃদয়ে স্থাপিত থাকে (*ভগবান্ ভক্তহৃদি স্থিতঃ*)। অঘাসুরের প্রসঙ্গে কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, সে ভক্ত ছিল না। তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, সে ক্ষণিকের জন্য ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করেছিল। *ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ*। ভক্তি ব্যতীত কেউ শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে পারে না; এবং, পক্ষান্তরে বলা যায়, কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, তখন নিঃসন্দেহে ভক্তির প্রভাবেই তা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। অঘাসুর যদিও শ্রীকৃষ্ণকে বধ করতে চেয়েছিল, তবুও ক্ষণিকের জন্য সে ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেছিল, এবং কৃষ্ণ ও তাঁর সাথীরা অঘাসুরের মুখের ভিতর খেলা করতে চেয়েছিলেন। তেমনই, পূতনা বিষ প্রদান করে কৃষ্ণকে হত্যা করতে এসেছিল, কিন্তু কৃষ্ণ তাকে তাঁর মায়ের মতো মনে করে তার স্তনদুগ্ধ পান করেছিলেন। *স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ* (*ভগবদ্গীতা* ২/৪০)। বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করেন, তখন বিভিন্ন অবতারে যে তাঁর কথা চিন্তা করেন (*রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্*), এবং বিশেষ করে তাঁর আদি রূপ শ্রীকৃষ্ণরূপের চিন্তা করেন, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে অঘাসুর, যে সারূপ্য-মুক্তি লাভ করেছিল। তাই পন্থাটি হচ্ছে *সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ* (*ভগবদ্গীতা* ৯/১৪)। যাঁরা ভগবানের ভক্ত, তাঁরা সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেন। *অদ্বৈতম-চ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্*—আমরা যখন শ্রীকৃষ্ণের কথা বলি, তখন আমরা কৃষ্ণ, গোবিন্দ, নারায়ণ, বিষ্ণু, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, কৃষ্ণ-বলরাম, শ্যামসুন্দর আদি তাঁর সমস্ত অবতারদের কথাই বলি। যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, তিনি অবশ্যই বৃন্দাবনে না হলেও অন্তত বৈকুণ্ঠে ভগবানের পার্ষদরূপে বিশেষ মুক্তি বা বিমুক্তি লাভ করবেন। একে বলা হয় সারূপ্য-মুক্তি।

শ্লোক ৪০

শ্রীসূত উবাচ

ইত্থং দ্বিজা যাদবদেবদত্তঃ
শ্রুত্বা স্বরাতুশ্চরিতং বিচিত্রম্ ।
পপ্রচ্ছ ভূয়োঽপি তদেব পুণ্যং
বৈয়াসকিং যন্নিগৃহীতচেতাঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রী-সূতঃ উবাচ—নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিদের শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে; **দ্বিজাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **যাদব-দেব-দত্তঃ**—মহারাজ পরীক্ষিৎ (বা মহারাজ যুধিষ্ঠির), যাঁকে যাদবদেব শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করেছিলেন; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **স্ব-রাতুঃ**—তাঁর মাতা উত্তরার গর্ভে যিনি তাঁকে রক্ষা করেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের; **চরিতম্**—কার্যকলাপ; **বিচিত্রম্**—অত্যন্ত অদ্ভুত; **পপ্রচ্ছ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **ভূয়ঃ অপি**—পুনঃ পুনঃ; **তৎ এব**—এই প্রকার কার্যকলাপ; **পুণ্যম্**—পুণ্যকর্মে পূর্ণ (*শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ*—শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করার ফলে সর্বদা পুণ্য হয়); **বৈয়াসকিম্**—শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে; **যৎ**—কারণ; **নিগৃহীত-চেতাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণে পরীক্ষিৎ মহারাজের চিত্ত ইতিপূর্বেই স্থির হয়েছিল।

অনুবাদ

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—হে তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিগণ, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা অত্যন্ত অদ্ভুত। তাঁর মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে যিনি তাঁকে রক্ষা করেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত লীলা শ্রবণ করে পরীক্ষিৎ মহারাজের চিত্ত স্থির হয়েছিল এবং তিনি পুনরায় শুকদেব গোস্বামীর কাছে সেই সমস্ত পুণ্য লীলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

শ্রীরাজোবাচ

ব্রহ্মন্ কালান্তরকৃতং তৎকালীনং কথং ভবেৎ ।
যৎ কৌমারে হরিকৃতং জগুঃ পৌগণ্ডকেঽর্ভকাঃ ॥ ৪১ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন; **ব্রহ্মন্**—হে তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ (শুকদেব গোস্বামী); **কাল-অন্তর-কৃতম্**—অতীতের অন্য সময়ে (কৌমার অবস্থায়)

যা করা হয়েছিল; **তৎ-কালীনম্**—এখন (পৌগণ্ড অবস্থায়) ঘটেছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে; **কথম্ ভবেৎ**—তা কি করে হল; **যৎ**—যেই লীলা; **কৌমারে**—কৌমার অবস্থায়; **হরি-কৃতম্**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা করা হয়েছে; **জগুঃ**—বর্ণনা করা হয়েছে; **পৌগণ্ডকে**—পৌগণ্ড অবস্থায় (এক বছর পর); **অর্ভকাঃ**—বালকেরা।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহর্ষি, অতীতে যা ঘটেছিল তা বর্তমানে ঘটেছে বলে বর্ণনা করা হল কেন? শ্রীকৃষ্ণ কৌমার অবস্থায় অঘাসুর বধের লীলাবিলাস করেছিলেন। তা হলে তাঁর পৌগণ্ড অবস্থায় সেই ঘটনাটি সম্প্রতি ঘটেছে বলে বালকেরা বর্ণনা করলেন কেন?

শ্লোক ৪২

তদ্ ব্রূহি মে মহাযোগিন্ পরং কৌতূহলং গুরো ।
নূনমেতদ্ধরেরেব মায়া ভবতি নান্যথা ॥ ৪২ ॥

তৎ ব্রূহি—তাই দয়া করে আপনি বিশ্লেষণ করুন; **মে**—আমাকে; **মহা-যোগিন্**—হে মহাযোগী; **পরম্**—অত্যন্ত; **কৌতূহলম্**—কৌতূহল; **গুরো**—হে গুরুদেব; **নূনম্**—অন্যথা; **এতৎ**—এই ঘটনা; **হরেঃ**—ভগবানের; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **মায়া**—মায়া; **ভবতি**—হয়; **ন অন্যথা**—অন্য কিছু নয়।

অনুবাদ

হে মহাযোগী, গুরুদেব, আপনি দয়া করে বলুন কেন তা হয়েছিল। আমি তা জানতে অত্যন্ত উৎসুক। আমার মনে হয় এটি শ্রীকৃষ্ণের অন্য আর একটি মায়া ব্যতীত আর কিছু নয়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের বহু শক্তি—*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে* (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/৮)। অঘাসুরের বৃত্তান্ত এক বছর পর প্রকাশ করা হয়েছিল। সেটি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের কোন শক্তির কার্য ছিল। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই সম্বন্ধে জানতে অত্যন্ত উৎসুক হয়েছিলেন, এবং তিনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে অনুরোধ করেছিলেন, তা বিশ্লেষণ করতে।

শ্লোক ৪৩

বয়ং ধন্যতমা লোকে গুরোঽপি ক্ষত্রবন্ধবঃ ।
যৎ পিবামো মুহুস্ত্বত্তঃ পুণ্যং কৃষ্ণকথামৃতম্ ॥ ৪৩ ॥

বয়ম্—আমরা; **ধন্য-তমাঃ**—সর্বাপেক্ষা ধন্য; **লোকে**—এই জগতে; **গুরো**—হে গুরুদেব; **অপি**—যদিও; **ক্ষত্র-বন্ধবঃ**—নিকৃষ্টতম ক্ষত্রিয় (কারণ আমরা ক্ষত্রিয়ের মতো আচরণ করি না); **যৎ**—যা; **পিবামঃ**—পান করছি; **মুহুঃ**—সর্বদা; **ত্বৎ-তঃ**—আপনার থেকে; **পুণ্যম্**—পবিত্র; **কৃষ্ণ-কথা-অমৃতম্**—কৃষ্ণকথারূপ অমৃত।

অনুবাদ

হে গুরুদেব, আমরা যদিও নিকৃষ্টতম ক্ষত্রিয়, তবুও আমরা ধন্য, কারণ আমরা আপনার কাছে ভগবানের পরম পবিত্র কথামৃত সর্বদা পান করার সুযোগ লাভ করেছি।

তাৎপর্য

ভগবানের পবিত্র লীলা অত্যন্ত গোপনীয়। মহাভাগ্যবান না হলে, সেই সমস্ত লীলা বিষয়ক কথা শ্রবণ করা সম্ভব নয়। পরীক্ষিৎ মহারাজ নিজেকে *ক্ষত্রবন্ধবঃ* বা 'ক্ষত্রিয়াধম' বলে প্রতিপন্ন করেছেন। ক্ষত্রিয়ের গুণাবলী *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে এবং যদিও ক্ষত্রিয়েরা ঈশ্বরভাবাপন্ন, অর্থাৎ তাঁদের শাসন করার প্রবণতা রয়েছে, তবুও ব্রাহ্মণদের উপর আধিপত্য করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কখনই উচিত নয়। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ অনুতাপ করেছেন যে, তিনি ব্রাহ্মণকে শাসন করতে গিয়েছিলেন এবং তার ফলে অভিশপ্ত হয়েছেন। তাই তিনি নিজেকে ক্ষত্রিয়াধম বলে মনে করেছেন। *দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্* (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৪৩)। পরীক্ষিৎ মহারাজ সমস্ত ক্ষত্রিয়োচিত গুণে যে গুণান্বিত ছিলেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু একজন ভক্তরূপে, দৈন্য এবং বিনয়বশত, ব্রাহ্মণের গলায় মৃত সর্প জড়ানোর কথা মনে করে, তিনি নিজেকে ক্ষত্রিয়াধম বলে মনে করেছেন। শ্রীগুরুদেবের কাছে যে কোন গোপনীয় সেবা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার অধিকার শিষ্যের রয়েছে, এবং শ্রীগুরুদেবের কর্তব্য হচ্ছে সেই সমস্ত গোপনীয় বিষয় বিশ্লেষণ করা।

শ্লোক ৪৪

শ্রীসূত উবাচ

ইত্থং স্ম পৃষ্টঃ স তু বাদরায়ণি-
স্তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ ।
কৃচ্ছ্রাৎ পুনর্লব্ধবহির্দৃশিঃ শনৈঃ
প্রত্যাহ তং ভাগবতোত্তমোত্তম ॥ ৪৪ ॥

শ্রী-সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে; **স্ম**—অতীতে; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **সঃ**—তিনি; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **বাদরায়ণিঃ**—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী; **তৎ**—তাঁর দ্বারা (শুকদেব গোস্বামী); **স্মারিত-অনন্ত**—শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা মাত্রই; **হৃত**—আনন্দের প্রভাবে অপহৃত হয়েছিল; **অখিল-ইন্দ্রিয়ঃ**—সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয়ের বৃত্তি; **কৃচ্ছ্রাৎ**—অতি কষ্টে; **পুনঃ**—পুনরায়; **লব্ধ-বহিঃ-দৃশিঃ**—বাহ্যজ্ঞান লাভ করে; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **প্রত্যাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **ত্বম্**—মহারাজ পরীক্ষিৎকে; **ভাগবত-উত্তম-উত্তম**—হে ভগবদ্ভক্তপ্রবর (শৌনক)।

অনুবাদ

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—হে ভগবদ্ভক্তপ্রবর শৌনক, মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে এইভাবে প্রশ্ন করলে, শুকদেব গোস্বামীর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ হওয়ায় তাঁর সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয়ের বৃত্তি অপহৃত হয়েছিল। তিনি অতি কষ্টে বাহ্যজ্ঞান লাভ করে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে কৃষ্ণকথা বলতে শুরু করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'অঘাসুর বধ' নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।